শিশু চিন্তা শক্তির উৎকর্ষতা।

শ্রীমতী সবিতা পাল
শিক্ষিকা

আমাদের এই বিশাল পৃথিবীর মাঝে আমরাই হচ্ছি ভগবান সৃষ্ট জীবজগতের শ্রেষ্ঠ সামাজিক জীব। যাদের মধ্যে আছে সবচেয়ে বেশী বুদ্ধির প্রখরতা ও সুক্ষ্ম চেতনার মনোভাব। আজ অতীতের দিক থেকে বর্তমানকে ভাবলে মনে হয়, নিত্য নতুন চিন্তাধারা ক্রমশ পরিবর্তনশীল সমাজকে কোথা থেকে কোথায় টেনে নিয়ে চলেছে।

এখন বিবেচ্য বিষয়, এই চিন্তাধারা শুধু কি বড়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না পৃথিবীর ভবিষ্যৎ শিশু জগতের মধ্যেও অঙ্কুরিত হয়ে রয়েছে। ছোটদের চিন্তাশক্তিকে অবহেলার চোখে না দেখে ধৈর্য্য সহকারে বিবেচনা করলে তা এক একটি শিশুর ক্ষেত্রে অনেক বেশী সুফলদায়ী। কারণ বীজের মধ্যেইতো বিশাল মহীরুহের অঙ্কুর সুপ্ত হয়ে রয়েছে।

অনেক সময় শিশুদের চিন্তাশক্তি বড়দের চিন্তাশক্তিকেও হার মানিয়ে দেয়।

একবার একটি K. G. (A) এর ছাত্র, বয়স ৩½ বার্ষিক ইংরাজী পরীক্ষা দিয়ে তার উপর সুন্দর করে একটি ছবি এঁকে

২সে রয়েছে। আমি যখন খাতা নিতে গিয়ে ঐ আঁকা দেখলাম তখন প্রচণ্ড বিরক্ত হয়েছিলাম কারণ ওদের লিখে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যাপারটা প্রচণ্ড মানসিক পরিশ্রমকর।

ওকে প্রশ্ন করলাম, "ইংরাজী খাতার উপর তুমি ছবি এঁকেছ কেন?

সে বিজ্ঞের মত মাথা দুলিয়ে তার তুলির মত কচি আঙুলের ডগা দিয়ে দেখাল "ইংরেজী, বাংলা, অংক পরীক্ষা দিয়েছি। ডইংও এঁকেছি তাই।

"বিস্ময়ে বললাম বাংলা! অংক! কোথায়?"

সে ইংরেজী অর্থ cat=বিড়াল dog=কুকুর। kid =ছাগলছানা লেখা গুলো দেখিয়ে দিল। মজা পেয়ে অঙ্কের কথা বলায়, প্রশ্নপত্রের উত্তর লিখেছে যে Question Number 1, 2 3, 4, দিয়ে, সে গুলো দেখিয়ে বলল, "ক্যানো এই যে, 1, 2, 3, 4, লিখেছি। ওর বুঝিয়ে দেবার ভঙ্গি দেখে ও চিন্তাশক্তির উৎকর্ষতা দেখে মুগ্ধ ও বিস্ময়ে হতবাক হয়েছিলাম। আরও একদিন ড্রইং পরীক্ষায় সময় একটি ছেলে সুন্দর নিপুন করে ড্রইং এঁকেও ভীষণ কাঁদছিল।

ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "কাঁদছ কেন"? সে বলল সে যখন স্কুলে পরীক্ষা দিতে আসছিল ঝড়ের ঝাঁপটায় তার ছাতা তখন উল্টে গিয়েছিল। পরীক্ষা দেবার সময়ও ঝড় ছিল তাই সে ছাতাটা উল্টো করে এঁকেছে কিন্তু এখন ঝড় থেমে গেছে, ছাতা উল্টা করে আঁকাতে দিদিমনি যদি নম্বর না দেন। তাকে আশ্বাস দিয়ে চিন্তা করছিলাম ৪ বছর শিশুর চিন্তা ধারাকে।

আরও একবার একটি class I এর ছাত্রকে 'সাধারণ জ্ঞান' পরীক্ষা দিতে গিয়ে প্রশ্ন করা হয় ব্রহ্মপুত্র নদীর

ছবি হল মানুষের চিন্তা, ভাবনা ভাব অপরের কাছে জানা বার একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম। প্রকৃতির রূপ, রং ছন্দ আলোছায়াকে কোন মাধ্যমে রূপায়িত করাকে ছবি বলে রেখা হল ছবির অপরিহার্য অঙ্গ। এই রেখা দিয়েই মানুষের ছবি আঁকার প্রথম পদক্ষেপ সুচিত হয় এবং রং দিয়ে যে রেখা চিত্রের পূর্ণতাদান করা হয়। তখনই তা হয় সার্থক ছবি।

ছবি অঙ্কন করতে হলে ভাব ভঙ্গি থাকতে হয়। কোন চিত্র অঙ্কন করার সময় তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি যদি উপলব্ধি করা যায় তাহলে প্রতিকৃতি চিত্রটি সার্থক হয়। মানসিক ভাব মেজাজ ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠে, যেমন, শান্তশকরুন হিংস্র জীবজন্তুর কতকগুলি বিশেষ ভঙ্গিমা যদি পূর্ণতা লাভ না করে তাহলে ছবিটা সম্পূর্ণ হয় না।
আর্টিষ্ট—আর্টিষ্ট কথাটির প্রতিশব্দ হল 'রূপদক্ষ' বস্তুর আকার আকৃতি সকলেই দেখতে পান।

কিন্তু 'রূপ' দেখারদৃষ্টি স্বতন্ত্র। সে হল শিল্প দৃষ্টি। শিল্পী হলেন রূপ দক্ষ। তিনি বস্তুর রূপ সচেতন ভাবে দেখেন। শিল্পী বস্তুকে গুণ সমেত দেখেন বাহ্য রূপ থেকে গুণে পৌঁছান এবং গুণটি বুঝে যখন রূপে ফিরে আসেন তখনই শিল্পের রূপ শিল্পীর চোখে পরিস্ফুট হয়। বস্তুর আকার - আকৃতিই হল মূল প্রাণছন্দ, প্রাণছন্দ বস্তুরূপে সুনির্দিষ্টত রূপের চরিত্র নির্ভর করে প্রাণছন্দের উপর রূপ দক্ষের রূপের ধারণা সম্পূর্ণ হয় বস্তুর আকার, গুণ ও প্রাণছন্দ নিয়ে।

মানুষের চিন্তা ভাবনা এবং ভাষার বাহন হল ছবি। সে সকল কেবল রূপ, রং অথবা একটা গল্প থাকতে হবে একটাই সাধারণ চোখে দেখা ছবি। আর শিল্পের চোখে দেখা হল একটি ছবি শিল্প স্তরে উন্নীত হয় অথবা মনের কোন ঘটনার অন্তর্নিহিত

ভাব ফুটিয়ে তোলা প্রতিটা রং নির্বাচন করে লাগাবার পর মনের ভিতরে সাড়া দেয় সেটাই হল শিল্পের চোখে দেখা।

প্রথম স্তরে ছবি আঁকতে হলে—ড্রইং পেপার, কাটরিজ পেপার, ওয়াটম্যান পেপার, হ্যাণ্ডমেড পেপার। ড্রইং বোর্ড (কেয়োলিন কাঠ বা পাইন কাঠের বোর্ড) অথবা প্লাইউড-বোর্ড। রাবার নরম H ৪ পেন্সিল তার পর পেন্সিল কাটার জন্য ছুরী বা ব্লেড ইত্যাদি প্রয়োজন।